প্রথম অধ্যায়
অর্থনীতির পরিচয়

- আদিম সমাজে মানুষের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। খাবার, পোশাক এবং বাসস্থানই ছিল তখনকার মানুষের মৌলিক চাহিদা। দ্রব্যসামগ্রী বিনিময় রীতিও ছিল খুবই সীমিত। উৎপাদন ও ভোগ ছিল সেই সমাজের মূলমন্ত্র।
- হযরত মুসা (আঃ) এর সময়ে অর্থাৎ খিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে হিব্রু সভ্যতার যুগে ধর্মগ্রন্থে বা দর্শনের বইয়ে অর্থনীতি বিষয়ে কিছু সরল আলোচনা হতো।
- অর্থনীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ Econimics গ্রীক শব্দ Oikonomia থেকে এসেছে। Oikonomia শব্দের অর্থ গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা।
- গ্রীক সভ্যতার বিখ্যাত দুই চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রমিকের মজুরী, দাসপ্রথা ও অর্থনীতির মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বে প্রাচীন ভারতে **কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'** বৃহত্তর পরিসরে রাজনীতি, সমগ্র অর্থনীতি ও সামরিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- ষোঢ়শ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে তাকে বাণিজ্যবাদ বলে। বৈদেশিক বাণিজ্যের উদৃত্ত সৃষ্টি, বিদেশ থেকে মূল্যবান ধনসম্পদ আহরণ, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কিত মতবাদই হলো **বাণিজ্যবাদ**।
- অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীরা সে দেশের ধনী মানুষের জীবনযাপন, অতিরিক্ত করারোপ এবং ইংল্যান্ডের বাণিজ্যবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে যে মতবাদ প্রচার করে তাই **ভূমিবাদ**। ভূমিবাদীদের মতে, কৃষিই হলো উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্প ও বাণিজ্য অনুৎপাদনশীল খাত।

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

অর্থনীতিতে কিছু মৌলিক সমস্যা বিদ্যমান। তার মধ্যে সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব অন্যতম।

সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা

মানুষের জীবনে অভাব অসীম। কিন্তু অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সীমিত। এ কারণেই মানুষের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে দুস্প্রাপ্যতা দেখা দেয়।অর্থনীতিতে দুস্প্রাপ্যতা বলতে অভাব পূরণের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বোঝানো হয়েছে।

অসীম অভাব

মানুষের উপযোগ মেটায় এমন বস্তুগত অথবা অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা পাওয়ার আকাঙ্খাকে অভাব বলে। মানব জীবনের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অভাব। মানুষের একটি অভাব পূরণ হতে না হতেই নতুন নতুন অনেক অভাব দেখা দেয় তখন তাকে অসীম অভাব বলে।

অর্থনীতির ধারণা

অর্থনীতি হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অংশ যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রখ্যাত **অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন**। তিনিই প্রথম অর্থনীতিকে আলাদভাবে উপস্থাপন করেন। এর কারণে **অ্যাডাম স্মিথ কে অর্থনীতির জনক বলা হয়**। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো-

অ্যাডাম স্মিথের মতে, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।"

অধ্যাপক অ্যাডাম স্মিথ বলেন, "অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে"

অর্থনীতিবিদ এল রবিনস এর মতে, ''অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব ও সীমিত সম্পদের মধ্যে এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলী আলোচনা করে।''

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে পরিশেষে আমরা বলতে পারি, অর্থনীতি মানুষের অভাব ও সীমিত সম্পদ এবং কিভাবে এই সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের অসীম অভাব পূরণ (সমন্বয়) করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে।

অর্থনীতিতে বিদ্যমান নীতিসমূহ

অর্থনীতিবিদ গ্রেগরি ম্যানকিউ অর্থনীতির যে দশটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরুপ

মানুষ দেওয়া নেওয়া করে

সুযোগ ব্যয় (কোন একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্য একটিকে ত্যাগ করতে হয়। এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো সুযোগ ব্যয়।)

মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে

মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়

কোন কাজের উৎসাহ বা প্রণোদনা থাকলে মানুষ কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে।

বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয়

বাজার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উত্তম পন্থা

সরকার বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

দেশের দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন ক্ষমতার উপর মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে

অতি মাত্রায় টাকা ছাপালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়

স্বল্পকালে মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে বেকারত্ব কমে

আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দুই খাত)

একটি সরল অর্থনীতিতে দুই ধরনের প্রতিনিধি থাকে। যথা ভোক্তা বা পরিবার এবং উৎপাদক বা ফার্ম। এই দুই ধরনের প্রতিনিধিদের মধ্যে আয়-ব্যায় কীভাবে চক্রাকারে প্রবাহিত হয় তা যে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ বা দ্বিখাত বলে।

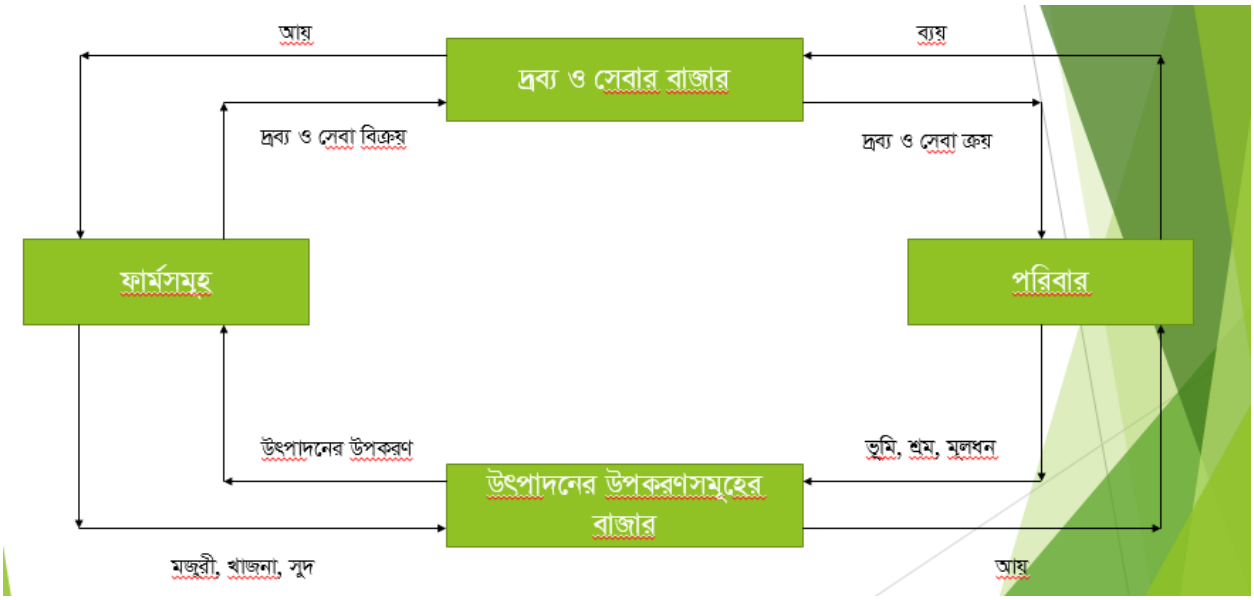

উদাহরণস্বরুপ, ফার্ম তার উৎপাদনের উপকরণগুলো পায় পরিবার থেকে। এর বিনিময়ে পরিবারের সদস্যরা ফার্ম থেকে খাজনা, মজুরী ও সুদ পায়। এখানে ফার্মের যা ব্যয় পরিবারের তা আয়। আবার পরিবারসমূহ প্রাপ্ত আয় ফার্ম উৎপাদিত দ্রব্য কেনার জন্য ব্যয় করে। যা ফার্মের আয়, এভাবে পরিবার ও ফার্মেও মধ্যে আয়-ব্যয়ের, জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে চক্রাকার প্রবাহ বিদ্যমান থাকে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন নিয়ম নীতি গড়ে উঠে। এসব নিয়ম নীতির উপর ভিত্তি করে সমাজের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব নিয়ম নীতিকেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, যেসব অথনৈতিক নিয়মকানুন ও পরিবেশের দ্বারা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ

পৃথিবীতে সাধারণত চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যথাঃ

১. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
২. সমাজতান্ত্রিক অথব্যবস্থা
৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা
৪. ইসলামী অর্থব্যবস্থা

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

যে ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগে, সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যঃ

- সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা
- ব্যক্তিগত উদ্যোগ
- অবাধ প্রতিযোগিতা
- স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা
- মুনাফা অর্জন
- ভোক্তার স্বাধীনতা
- আয় বৈষম্য
- সরকারের ভূমিকা

সমাজতান্ত্রিক অথব্যবস্থা

যে অর্থনীতি ব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রের বা সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত, অধিকাংশ শিল্প কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার বা সমাজ এবং সেগুলো সরকারী বা সামাজিক নির্দেশে পরিচালিত হয় তাকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। কোন দ্রব্য, কি পরিমণে, কীভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে তা সরকার বা রাষ্ট্র নির্ধারণ করে। চীন, রাশিয়া, কিউবা, ভেনিজুয়েলায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক অথব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সম্পদের সামাজিক মালিকানা
- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা
- ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব
- অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব
- ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি

মিশ্র অর্থব্যবস্থা

সে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সম্পদের ব্যক্তিগত, সমবায় ও সরকারি মালিকানা
- ব্যক্তিগত উদ্যোগ
- সরকারি উদ্যোগ
- মুনাফা অর্জন
- ভোক্তার স্বাধীনতা

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

ইসলামী মৌলিক নিয়ম-কানুনের উপর বিশ্বাসকে ভিত্তি করে যে অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সম্পদের মালিক আল্লাহ
- ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস
- সুদমুক্ত আমানত
- যাকাত ও ফিতরা